নবান্নে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা

দেউচা-পাঁচামিতে কয়লা উত্তোলন শুরু হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : অবশেষে দেউচা–পাঁচামি প্রকল্পের জট কাটল। খুব শীঘ্রই বীরভূমের এই কোল ব্লকে কয়লা উত্তোলনের কাজ শুরু করবে রাজ্য সরকার। ব্লকটি দীর্ঘদিন আগেই রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু নানা জটিলতায় কাজ শুরু করা যায়নি। এনিয়ে বুধবার নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহে এবিষয়ে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের পর কয়লা উত্তোলনে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পেও মূল সমস্যা আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহণ। তাতে কিছু আইনি জটিলতাও ছিল। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এলাকার অধিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে কোনো কাজ করা হবে না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার নবান্নে ওই বৈঠকের পর সাংবাদিকদের বলেন, ‘বিরাট এই প্রকল্পটি রূপায়িত হলে বাংলাকে আর ১০০ বছরের জন্য কয়লার কথা ভাবতে হবে না। ১২ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পে কেন্দ্র এবং রাজ্যের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে।’ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কোল ব্লক বীরভূমের এই দেউচা–পাঁচামি এলাকা। তিন বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার ওই এলাকায় কয়লা উত্তোলনের অনুমতি দিয়েছিল রাজ্যকে। এলাকায় ১১টি মৌজায় ১১২২২.৫ একর জমিতে ওই প্রকল্প গড়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এর মধ্যে প্রায় ২০০০ একর জমি খাস। এলাকায় ৩৯৫টি পরিবারের ৪০০০ বাসিন্দা বাস করেন। এদের উল্লেখযোগ্য অংশই আদিবাসী।

বিরোধী নেত্রী থাকার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ওই আন্দোলনগুলিই তাঁকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল। সেই মমতাকেই এখন উন্নয়নের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করার পথে এগোতে হচ্ছে বলে কিছুটা অস্বস্তি যে রয়েছে, তা তাঁর মন্তব্যেই স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেউচা–পাঁচামি প্রকল্প রূপায়ণে তাড়াহুড়ো করা হবে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের পুনর্বাসন, জীবিকা, পরিবেশরক্ষা, বনসৃজন ইত্যাদি নিশ্চিত করেই পুরো প্রকল্পের রূপরেখা চূড়ান্ত করা হবে। তারপর শুরু হবে কাজ।’ এজন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি তদারকি কমিটি তৈরি হয়েছে। আলাদাভাবে বিশেষজ্ঞদের একটি গোষ্ঠী থাকবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কীভাবে পুনর্বাসন দেব, যাতে কারও অসুবিধে না হয়, সেইভাবে জীবিকার সংস্থান ইত্যাদির বিষয়গুলি দেখতে হবে।

বৃহস্পতিবারই সিপিএমের যুব সংগঠনের উদ্যোগে সিঙ্গুরে শিল্পায়নের দাবিতে নবান্ন অভিযানের কর্মসূচি নির্ধারিত আছে। তার আগের দিন দেউচা–পাঁচামি নিয়ে বৈঠক এবং পুনর্বাসনকে অগ্রাধিকার দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দেউচা–পাঁচামিতে ভূগর্ভে অনেকটা নীচে রয়েছে কয়লা। তার ওপর রয়েছে পাথরের স্তর। ফলে কয়াল উত্তোলনের জন্য আগে পাথর কাটতে হবে। এতে পাথর ও কয়লা, দুটোই উত্তোলন করা যাবে। এই প্রকল্পে পরিবেশরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রকে আগাম ৫০ কোটি টাকা জমা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১০০ কোটি টাকা দিতে বলা হয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে। প্রকল্পটি রূপায়ণে ৫ বছর সময় লাগবে। এতে এলাকার উপজাতি, সংখ্যালঘু ও তপশিলি মানুষরা উপকৃত হবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি ও জঙ্গলমহল এতে বিশেষভাবে উপকৃত হবে। স্থানীয়রা কাজের অগ্রাধিকার পাবেন।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই প্রকল্পের মাধ্যমে যদি বিপুল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, তাহলে সেটা মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূলের পক্ষে অত্যন্ত ইতিবাচক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তৃণমূল নেত্রী নিজেও সেকথা মনে করছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন তাঁর বক্তব্যেও এই বিষয়ের আভাস ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘৫ বছরের একটি কর্মযজ্ঞ। এতে বাংলা সোনার মুকুট পরবে। অনেক আয়, অনেক সম্পদ হবে।’ পরিবেশরক্ষায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরকে তিনি কয়েক লক্ষ নারকেল চারা কিনতে বলেছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এলাকায় বজ্রপাতে মৃত্যু ঠেকাতে এই পদক্ষেপ।

গোয়ালতোড়ের পাথরমারি জঙ্গলে হাতির পাল। ছবি ঃ চিত্ত মাহাতো

কেন্দ্রীয় ট্রাফিক আইনে না রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : রাজ্য সরকার কেন্দ্রের মোটর ভেহিকল আইন এখনই রূপায়ণ করছে না বলে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে তিনি বলেন, ‘সব সরকারি অফিসারের মতে, এটি কার্যকর করলে মানুষের ওপর বোঝা চাপানো হবে।’ কেন্দ্রের মোটর যান সংক্রান্ত আইনে ট্রাফিক বিধি ভাঙলে চড়া হারে জরিমানা ধার্য করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, অনেক গরিব মানুষ আছেন, তাঁরা এত টাকা কোথা থেকে জরিমানা দেবেন? সবসময় জরিমানা করে সমস্যার সমাধান হয় না। কেন্দ্র কারও সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফাভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বিধানসভা ভবনে পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, রাজ্যে কেন্দ্রের এই আইন চালু করা হবে না। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ট্রাফিক আইন ভাঙলে জরিমানা ৫০০ টাকা থেকে একলাফে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে। এর ফলে সবারই অসুবিধা হবে। এই আইন তাঁরা এখন রাজ্যে রূপায়িত করবে না বলে জানান তিনি।

একাধিক রাজ্যে এই নতুন আইন চালু হওয়ায় বহু গাড়ি, ট্রাকচালকদের নাভিশ্বাস উঠেছে। বিপুল পরিমাণে জরিমানা দিতে জেরবার হচ্ছেন অনেকেই। কেন্দ্রের দাবি, দুর্ঘটনা কমাতে এই কঠোর পদক্ষেপ করা হয়েছে। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ‘সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ’ প্রকল্পের ব্যাপক প্রচারে দুর্ঘটনা অনেক কমেছে বলে সরকারের দাবি। এই আইন চালুর আগে বামপন্থী সংগঠনগুলি বিক্ষোভ, আন্দোলনও করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্রীয় আইন রাজ্যে বলবৎ করাই দস্তুর। তবে জরিমানা সহ কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ্য তা কমিয়ে নিজের মতো করে নিতে পারে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন স্তরে এই আইন নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে।

পুজোর আগে দুটি নতুন সেতু

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে কলকাতায় আরও দুটি নতুন সেতু চালু হতে চলেছে। দক্ষিণ কলকাতায় প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড এবং করুণাময়ী এলাকায় টালি খালের উপর দুটি সেতুর কাজ বুধবার পরিদর্শন করেন কলকাতার মেয়র তথা পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা সহ পদস্থ পুলিশ কর্তারা। সেতু পরিদর্শন করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘পুজোর আগেই সেতুগুলি যান চলাচলের উপযোগী করা হবে। এখনও কিছু কাজ বাকি আছে। কিন্তু করুণাময়ী সেতুর এক প্রান্তে একটি পুরোনো মন্দির থাকায় ওই দিকটি সরু হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। অন্যদিকে, ইজাজ তুল্লা লেনের দিকটিতে প্রায় ২০ বছরের পুরোনো নবোদয় সংঘের দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় সেতু চালু হলে সমস্যায় পড়তে পারে পুজো কমিটি। তাই আপাতত টলি ক্লাবের মধ্যে তাদের পুজোর জন্য জায়গা দেওয়া হচ্ছে।’ পাশাপাশি গাড়ি চলাচলের সুবিধার জন্য টলি ক্লাবের প্রাচীর ভেঙে কিছুটা পিছনে সরিয়ে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। পুরসভার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত এবিষয়ে ক্লাবের তরফে কোনো আপত্তি জানানো হয়নি। অনুমতি পেলেই দ্রুত কাজ শুরু হবে।

অন্যদিকে, বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দিয়ে রাজ্যের ৫০০টি সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। ইতিমধ্যেই কলকাতার ৬টি সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সংস্কারের কাজ করেছে বিশেষজ্ঞ দল। এবার সেই পথেই পূর্ত ও পূর্ত সড়ক বিভাগের অধীন প্রায় ৫০০টি সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ৩টি উপদেষ্টা সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছে। এবিষয়ে পূর্তমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘মাঝেরহাট সেতু ভেঙে পড়ার পর রাজ্যের বিভিন্ন সেতু সারানোর বিষয়টি আমাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে সেই কাজ দ্রুত শেষ করা হবে। উপদেষ্টা সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন ইঞ্জিনিয়ারদের।’ মাঝেরহাটে সেতু ভাঙার পর পূর্ত সচিব অর্ণব রায় তিন মাস অন্তর সেতু রক্ষণাবেক্ষণও যাচাইয়ের জন্য পোর্টাল তৈরি করেছিলেন।

নানুরে বিজেপির মিছিল। ছবি ঃ তথাগত চক্রবর্তী

সিবিআই তদন্তের দাবি

স্বরূপের দেহ নিয়ে মিছিল

নানুর, ১১ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ টালবাহানার পর মঙ্গলবার রাত ১১টা ২০ নাগাদ পুলিশ মৃত বিজেপি কর্মী স্বরূপ গড়াইয়ের দেহ তাঁর স্ত্রী চায়না গড়াইয়ের হাতে তুলে দেয়। এরপর রাত ১টা নাগাদ তাঁর বাড়িতে দেহ নিয়ে আসা হয়। মঙ্গলবার রাতে দেহ বরফে ঢাকা ছিল। বুধবার কাটোয়ার উদ্ধারণপুর ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেখানে বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ও বীরভূমের বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল স্বরূপবাবুর দেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান। এদিন স্বরূপবাবুর দেহ নিয়ে নানুর থেকে মিছিল করা হয়। এদিকে, স্বরূপবাবুর মৃত্যুর ঘটনায় মূল অভিযুক্তরা এখনও অধরা থাকায় এসপি অফিসের সামনে ধরনায় বসেন গ্রামবাসীরা।

শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতের ভাই অনুপকুমার গড়াই বলেন, ‘আমরা সিবিআই তদন্ত চাই। যারা আমার দাদাকে মেরেছে, তাদের ফাঁসি চাই। পুলিশের উপস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ কোনোরকম সহযোগিতা করেনি। প্রথমে দাদাকে বোলপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু সেখানেও চিকিৎসা হয়নি। সেখানে থেকে বর্ধমান পাঠানো হলেও কোনো চিকিৎসা হয়নি। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা ঘর ভেঙে টাকা লুঠ করেছে। ওরা পরিকল্পনামাফিক কাজ করেছে। বিজেপি যে করবে তাকে মেরে দেওয়া হবে। জড়িতদের নামে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুলিশ নিন্দাজনক কাজ করছে। আমার দাদা বিজেপির বুথ প্রেসিডেন্ট, তাই তাঁকে মরতে হল। চিকিৎসার অভাবে আমার দাদাকে মরতে হল।’

মৃতের স্ত্রী চায়না গড়াই বলেন, ‘বিনা দোষে আমার স্বামী মারা গেল। দোষীদের ধরতে হবে। ওদের সাজা চাই।’ শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, ‘আমরা মৃতের পরিবারের সঙ্গে আছি।’

বিধানসভায় দেবশ্রীকে ঘিরে জল্পনা

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : অভিনেত্রী বিধায়ক দেবশ্রী রায় প্রায় ১ মাস পর আড়াল থেকে প্রকাশ্যে এলেন বটে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে রহস্য ঘুচল না। তিনি তৃণমূলেই থেকে যাবেন বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। দেবশ্রী অবশ্য বিজেপিতে যোগ দেননি। দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। কেন্দ্রের শাসকদলে যোগ দিতে দিল্লিও গিয়েছিলেন। গভীররাতে তাঁকে সল্টলেকে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের বাড়ির সামনেও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছিল। তারপর বুধবারই প্রথম প্রকাশ্যে এলেন রায়দিঘির বিধায়ক। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা অধিবেশনে তাঁকে একদিনও দেখা যায়নি। কিন্তু এদিন তিনি এসেছিলেন বিধানসভা ভবনে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। বৈঠকে অংশ নিয়ে তিনি তড়িঘড়ি ফিরে যান। সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্ন করারও সুযোগ দেননি।

যদিও তৃণমূল সূত্রে খবর, বিধানসভা ভবনে মহিলা বিধায়কদের জন্য নির্ধারিত ঘরে তিনি দলীয় সতীর্থদের সঙ্গে আলোচনায় জানিয়েছেন, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিল। ওই সময় ওই ঘরে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, মালা সাহা, জ্যোৎস্না মান্ডি প্রমুখ। তবে কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিল, তা খোলসা করেননি দেবশ্রী। পশুপ্রেমী হিসেবে রায়দিঘির এই বিধায়কের সঙ্গে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যোগ আছে। তিনি দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে গেলেও শেষপর্যন্ত গেরুয়া পতাকা হাতে তুলে নেননি। সেদিনই ওই দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপি সূত্রে খবর, এই দুজনের তীব্র আপত্তির কারণে সেদিন দেবশ্রীর বিজেপিতে যোগদান ভেস্তে যায়। তিনি ওই দপ্তর থেকে বেরিয়ে সোজা কলকাতার বিমান ধরেন। তারপর থেকে কার্যত লোকচক্ষুর আড়ালেই ছিলেন এককালের ডাকসাইটে নায়িকা। শোভন–বৈশাখী অবশ্য বারবারই দেবশ্রীর বিজেপিতে যোগদানের বিরোধিতা করছেন প্রকাশ্যে। দেবশ্রী এলে তাঁরা বিজেপিতে থাকবেন না বলে হুমকিও দিয়েছেন। এই জলঘোলায় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অত্যন্ত বিরক্ত। এই পরিস্থিতিতে দেবশ্রীর স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগদান নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

শোভনের মতোই দেবশ্রীর বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব এখনও মুখ খোলেননি। ফলে, দেবশ্রীর দরজা তৃণমূলের জন্য খোলা আছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিন তিনি শাসকদলের বিধায়ক পরিচয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দেন। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, দল এই ঘটনাটি মোটেই ভালো চোখে দেখছে না। ইতিমধ্যেই ঘটনাটি কেন্দ্রীয় নেতাদের কাউকে কাউকে জানানো হয়েছে। ফলে, দেবশ্রীর বিজেপিতে যোগদান অনিশ্চিত হয়ে পড়ল বলে মনে করা হচ্ছে।

বিধানসভা ভবনে মহিলা বিধায়কদের জন্য নির্ধারিত ঘরে দেবশ্রী রায় দলীয় সতীর্থদের সঙ্গে আলোচনায় জানিয়েছেন, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিল। তবে কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিল, তা খোলসা করেননি।

আসানসোলে চোর সন্দেহে গণপিটুনি, মৃত যুবক

আসানসোল, ১১ সেপ্টেম্বর : চোর সন্দেহে গণপিটুণিতে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে সালানপুরের বনজেমারি কোলিয়ারি এলাকায়। যদিও মৃত যুবকের পরিচয় এদিন সন্ধে পর্যন্ত পুলিশ জানাতে পারেনি। এদিন বিকালে আসানসোল জেলা হাসপাতালে যুবকের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। এই ঘটনায় বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে। সেইসব ভিডিয়ো ফুটেজ পুলিশের হাতে এসেছে। সেগুলি খতিয়ে দেখে দোষীদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা করছে পুলিশ। এই ঘটনার পরে দুপুর থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে এলাকায়। বিকেলে র‍্যাফ নামিয়ে এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনার পর দুপুর থেকেই সালানপুর, কল্যাণেশ্বরী ও রূপনারায়ণপুর এলাকায় গুজবে কান না দেওয়ার জন্য ও গণপিটুনিতে যুক্ত না থাকার জন্য আহ্বান জানিয়ে পুলিশ মাইকে প্রচার শুরু করেছে। কুলটি থানার নিয়ামতপুর ও তার আশপাশের এলাকাতেও এই প্রচার চালায় পুলিশ।

আসানসোল–দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার দেবেন্দ্রপ্রকাশ সিং বলেন, ‘সালানপুরের ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ দেখে যারা মারধর করেছে তাদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। পুলিশের পক্ষ থেকেও সাধারণ মানুষকে এই ধরনের কাজে যুক্ত না হওয়ার জন্য প্রচার চলছে।’

বুধবার সকাল আটটা নাগাদ সালানপুর থানার ইসিএলের কাঁটা ঘরের সামনের মাঠে তিনজন যুবক বসেছিল। তাদের কাছে বস্তা জাতীয় কিছু ছিল। তাদের দেখে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় স্থানীয় ছয়–সাতজন যুবক তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় হঠাৎই দুজন সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এরপরই একজন যুবককে এলাকার বাসিন্দারা ছেলেধরা সন্দেহে মারধর শুরু করে। এরই মধ্যে পাশের এলাকা থেকে প্রায় তিন শতাধিক মানুষ সেখানে চলে আসে। তারপরে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে তাকে মারধর করা হয়। এরপর মাটিতে ফেলে শুরু হয় গণপিটুনি। যুবকের মুখ পাথরের টুকরো দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হয়। সালানপুর থানার পুলিশের এএসআই মিঠুন চট্টোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে গেলেও তাঁদের উপস্থিতিতেই যুবকের মুখে পাথর দিয়ে মারা হয়। সঙ্গে চলতে থাকে লাথি– কিল–ঘুষি। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে গাড়িতে ওঠানোর চেষ্টা করলে গাড়ি থেকে নামিয়ে ওই যুবককে আবার মারা হয়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গণপিটুনি খেয়ে নেতিয়ে পড়ে ওই যুবক। সাড়ে নটার সময় পুলিশ অচৈতন্য অবস্থায় ওই যুবককে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, বুধবার বিকালে কুলটি থানার নিয়ামতপুর পুলিশ ফাঁড়ির মসজিদপাড়ার কাছে বাচ্চাচোর সন্দেহে একজনকে ধরে চড়–থাপ্পড় মেরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিন বিকালে বছর পাঁচেকের একটি শিশুকে চকোলেট দিয়ে তার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল মনোজকুমার নামে এক ব্যক্তি। তা দেখে স্থানীয় কয়েকজনের সন্দেহ হয়। এরপরেই তারা মনোজকে ধরে চড়–থাপ্পড় মারতে শুরু করে। তা জানতে পেরে স্থানীয় এক যুবক নিয়ামতপুর ফাঁড়িতে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে মনোজকে উদ্ধার করে।

নামানো হল র‍্যাফ

MAC-AUTO-INDIA

মাইকে সতর্কতামূলক প্রচার পুলিশের। ছবি ঃ রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজীব মামলার শুনানি শেষ, রায়দান শুক্রবার

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) : রাজীব কুমার মামলার সওয়াল–জবাব শেষ হল হাইকোর্টে। বুধবার অবশ্য রায়দান স্থগিত রাখে আদালত। আগামী শুক্রবার দুপুর আড়াইটেয় বিচারপতি মধুমতী মিত্রর এজলাসে রায়দানের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মামলার রায় না বেরোনো পর্যন্ত বিধাননগর ও কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে সিবিআই কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না বলে আদালতের নির্দেশ। রাজীব কুমারকে সারদা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে সিবিআই নোটিশ পাঠিয়েছিল। সেই নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গত বছর পূজাবকাশে হাইকোর্টের বিচারপতি প্রতীকপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলা করেন সিআইডির বর্তমান এডিজি রাজীব কুমার। প্রায় এক বছর ধরে হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে মামলাটি। বিভিন্ন বেঞ্চ ঘুরে শেষে বিচারপতি মধুমতী মিত্রর এজলাসে শেষ হল মামলাটির শুনানি। রাজীব কুমারের আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় মোট ২৩ দিন সওয়াল করেছেন। সিবিআইয়ের আইনজীবী ওয়াই জেড দস্তুর সওয়াল করেন ৭ দিন। প্রথমদিকে শুনানি পর্ব প্রকাশ্য আদালতে চললেও সিবিআইয়ের সওয়ালের দু’দিনের মাথায় আদালতের নির্দেশে পরবর্তীকালে তা রুদ্ধদ্বার কক্ষে হয়। বুধবার শেষ হয়েছে দু’পক্ষের সওয়াল–জবাব।

বেআইনি অর্থ লগ্নিকারী সংস্থা সারদার আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলায় নাম জড়ায় রাজীব কুমারের। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে সারদায় সিবিআই তদন্ত শুরুর আগে রাজ্য সরকার গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)–এর হাতে ছিল সারদা মামলার তদন্তভার। ওই দলের মাথায় ছিলেন রাজীব কুমার। সারদা তদন্তে রাজীব কুমার অসহযোগিতা করছেন বলে সিবিআই বারবার অভিযোগ তুলেছে। এনিয়ে সুপ্রিমকোর্টেও যায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তখন দেশের শীর্ষ আদালত অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেয় রাজীবের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের ওপর। পরবর্তীকালে তা সরিয়ে নেয় শীর্ষ আদালত। এরপর রাজীব কুমারকে জেরা করতে চেয়ে ফের নোটিশ দেয় সিবিআই। নোটিশে সাড়া না দিয়ে হাইকোর্টে আসেন এডিজি সিআইডি রাজীব কুমার।

মমতার সুরক্ষায় আজ পথে দীর্ঘ ব্যারিকেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে বিজেপির প্রস্তাবিত এনআরসির উদ্যোগের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার পথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল। দমদমের সিঁথির মোড় থেকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় অবধি এই পদযাত্রায় ব্যারিকেড তৈরি করার জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে পূর্ত দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় এই দীর্ঘ পথের দু’দিক ব্যারিকেড দিয়ে ঘেরা হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। ১০ সেপ্টেম্বর ডাকা এই দরপত্রে জানানো হয়েছে, ১২ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রা উপলক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের কলকাতা কেন্দ্রীয় শাখার এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয় থেকে এই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

বেশ কিছুদিন আগে এই ধরনের এক অনুষ্ঠানের সরকারি দরপত্র চাওয়া নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে তড়িঘড়ি তা প্রত্যাহার করা হয়। সরকারের বক্তব্য, রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে গোলমালের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করা জরুরি। এর জন্য তাঁর যাত্রাপথের দু’দিকে ব্যারিকেড করা হচ্ছে। রাজ্যে বিজেপি যেভাবে দিনদিন সক্রিয় হচ্ছে এতে উদ্‌বিগ্ন শাসকদল। এর উপর তাদের আন্দোলনে সমর্থকরা যেভাবে মারমুখী হচ্ছেন, তাতে উদ্‌বেগের পারদ আরও চড়ছে। বুধবারও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিজেপির আন্দোলন ঘিরে ধুন্ধুমার বাঁধে কলকাতায়।

ভাগবতের বৈঠকে দিলীপদের ডাক

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতের আসন্ন কলকাতা সফরের উদ্দেশ্য বাংলার পাশাপাশি ওড়িশায় প্রভাব বৃদ্ধি। দু’দিনের সফরে তিনি আগামী ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় পৌঁছোবেন। সংঘ সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, ওড়িশার পূর্ব ও পশ্চিম অংশের চারটি পৃথক সংগঠনের ৩৬টি শাখার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। আরএসএস প্রধান গত ৩১আগস্ট তিন দিনের সফরে কলকাতায় এসেছিলেন। মাত্র তিন সপ্তাহের ব্যবধানে ফের আসার বিষয় সংঘের তরফে জানানো হয়েছে, আগের বার তিনি শুধু ‘সম্পর্ক বিস্তার’ করেছেন। সেক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। শেষদিন অবশ্য সংঘের ৬ শীর্ষ নেতার সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। এবার হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় সমন্বয় বৈঠকের পশাপাশি সংঘের স্কুলে দু’দিন ধরে চলবে প্রশিক্ষণ বর্গ। ৩৬টি প্রধানের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁতিবেড়িয়া স্কুলে। সূত্রের খবর, দিলীপ ঘোষ সহ সংঘের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি, নাগরিকপঞ্জি এবং সীমান্ত সমস্যা– এই তিনটি বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে কী বার্তা পৌঁছে দিতে হবে তা নিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণবর্গে আবাসিকদের বিভিন্ন বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সেখানে সাংগঠনিক কাজকর্মের শিক্ষা ছাড়াও ব্যক্তিগত বিকাশের পরামর্শ দেবেন খোদ সর–সংঘচালক।

আহত পুলিশকর্মী

চুঁচুড়া, ১১ সেপ্টেম্বর : মহরমের শোভাযাত্রায় ছিটকে আসা তলোয়ারে গুরুতর আহত সাব ইনস্পেকটর রাজীব পাল। তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে জেলা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন বিজেপির হুগলি জেলা সাংগঠনিক সভাপতি সুবীর নাগ। তিনি বলেন, ‘ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও পুলিশের তরফে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি কেন। সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে জেলা পুলিশকে। গত রামনবমীতে বিজেপির মিছিলে একফোঁটা রক্ত ঝরেনি। তা সত্ত্বেও আমার এবং সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। আর মহরমের মিছিল পুলিশ পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!’ চন্দননগরে মঙ্গলবার মহরমের শোভাযাত্রা চলাকালীন ছিটকে আসা তলোয়ারে গুরুতর আহত হন সাব ইনস্পেকটর রাজীব পাল। তাঁর মাথা ও ঘাড়ের বাঁদিকে তলোয়ারের কোপ লেগেছে। চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। চিকিৎসকরা জানান, ‘রাজীববাবুর দেহে ১০টিরও বেশি সেলাই পড়েছে।’

কনস্টেবলের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

পুরুলিয়া, ১১ সেপ্টেম্বর : বুধবার সকালে বলরামপুর থানার দাঁতিয়া এলাকায় এক পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মৃত কনস্টেবলের নাম জয়দীপ দাস (২৮)। তাঁর বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড়ের নাদাসুলিতে। তিনি বলরামপুর থানায় স্ট্র্যাকো কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বলরামপুর বাজারের কমিউনিটি হলের পুলিশ ক্যাম্পে থাকতেন জয়দীপ। এদিন সকালে কাজে যান তিনি। এরপর তিনি একটি কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। হঠাৎই তাঁর রাইফেল থেকে গুলি চালানোর আওয়াজ আসে। পুলিশকর্মীরা গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন জয়দীপ। তাঁকে উদ্ধার করে বাঁশগড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। এদিনই দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

জল পানের সময় পড়ে গিয়ে মৃত্যু হস্তীশাবকের

ঝাড়গ্রাম, ১১ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার রাতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড়ের হুমগড় রেঞ্জের পাথরমারির জঙ্গলের খালে জল পান করার সময় জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে একটি হস্তীশাবকের। মৃত শাবককে ঘিরে মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সারাদিন হাতির দলটি দাঁড়িয়েছিল। ফলে বন দপ্তরের কর্মীরা হাতিটিকে উদ্ধার করতে পারেনি।

স্থানীয় এবং বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই ৪০–৫০টি হাতির একটি দল পাথরমারি এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। হাতির পালের মধ্যে থাকা একটি শাবক মঙ্গলবার রাতে পাথরমারির জঙ্গলের খালে জল পান করতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যায়। হাতির পালটি শাবককে উদ্ধার করে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে মঙ্গলবার রাত থেকে এদিন দুপুর পর্যন্ত ঘিরে রাখে। বন দপ্তরের কর্মীরা জঙ্গলে গেলেও ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারেননি। ফলে বুধবার দুপুর পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি মৃত হস্তীশাবকটিকে। এলাকাবাসী জঙ্গলে গেলে তাঁদের তাড়া করে মৃত শাবকের মা হাতিটি।

উইপ্রোকে রাজ্যে ৫০ একর জমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ ইনফোসিসের পর এবার নামি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা উইপ্রোকেও ‘ফ্রি হোল্ড’ জমি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। নবান্নের আশা এর ফলে একদিকে পুষ্ট হবে রাজ্যের কোশাগার, অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি হবে। এর আগে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর আর এক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিসকে ৫০ একর জমি ফ্রি হোল্ডে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ইউপ্রোর পক্ষেও এই দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবটি নিয়ে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে নিয়ে গঠিত মন্ত্রীগোষ্ঠী উইপ্রোকেও একই শর্তে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে ওই জমির ৪৯ শতাংশ সংশ্লিষ্ট সংস্থা নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে। বাকি ৫১ শতাংশে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প গঠন বাধ্যতামূলক হচ্ছে। এর ফলে দুই নামি সংস্থা উইপ্রো ও ইনফোসিস নিজেদের জমিতে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা গড়ে তুলবে বলে সরকারের আশা। উইপ্রো ইতিমধ্যে রাজ্যকে ৭৫ কোটি টাকা দিয়েছে। বাকি টাকাও শীঘ্র মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এই প্রকল্পে ১০ হাজার কর্মসংস্থা হওয়ার সম্ভাবনা।

বোমাবাজিতে তরজা

বনগাঁ, ১১ সেপ্টেম্বর : মতুয়া মহসংঘের ঠাকুরবাড়িতে বোমাবাজিকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজায় জড়াল পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঠাকুরবাড়ির কামনাসাগরের পাড়ে পরপর তিনটি বোমার শব্দ শোনা যায়। ঠাকুরবাড়িতে নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীরা দ্রুত যান ঘটনাস্থলে। বুধবার সকালে মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর গাইঘাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনাকে ঘিরে তৃণমূল–বিজেপি শিবিরে ভাগ হওয়া পরিবারের সদস্যরা পরস্পরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরের পুত্র শান্তনু ঠাকুরের ব্যক্তিগত সচিব শেখর বিশ্বাস বলেন, ‘শান্তনু ঠাকুর এখানে নেই। তাই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে।’ পালটা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা শান্তনু ঠাকুরের জেঠিমা মমতাবালা ঠাকুর বলেন, ‘আমি অসমে এনআরসির প্রতিবাদে সুর চড়িয়েছিলাম। তাই আমাকে এখান থেকে তাড়ানোর জন্য শান্তনুর অনুগামীরা বোমাবাজি করেছে।’ ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু

বর্ধমান, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ বেপরোয়াভাবে চলা পাথর বোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। মৃতের নাম বুদো দত্ত (১৮)। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুর–সিউড়ি জাতীয় সড়কে আউশগ্রামের কয়রাপুর এলাকায়। ঘটনার পরই ডাম্পার ছেড়ে পালায় চালক। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে জনতা। এরপরই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবিতে প্রায় দু’ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখেন এলাকাবাসী। যদিও পরে পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।